মডিউল - ৬

বিষয়ঃ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যঃ-

মিলন মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ

এস.আর.ফতেপুরিয়া কলেজ,বেলডাঙ্গা।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দঃ- যে কাব্য- ছন্দে মূল পর্ব চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রার হয়,তাহাকে মাত্রাবৃত্ত বা সরল কলাবৃত্ত ছন্দ বলে । ইহাকে ধ্বনিপ্রধান বা বিস্তারপ্রধান ছন্দও বলা হইয়া থাকে । এই ছন্দে শব্দধনিই শোনা যায়, তাহার অতিরিক্ত কোন সুর বা তান ধরা পড়ে না ।

বৈশিষ্ট্যঃ- (১) মূল পর্ব চার, পাঁচ ,ছয় বা সাত মাত্রার হয়।

(২)শব্দধ্বনিই থাকে ,তাহার অতিরিক্ত সুর বা তান থাকে না ।

(৩) হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত বা যৌগিক স্বরসর্বস্ব অক্ষর শব্দের যেখানেই থাকুক না কেন , তাহা দ্বিমাত্রিক হইবে ।

(৪) যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট হইয়া পূর্ববর্তী অক্ষরকে দীর্ঘ ও দ্বিমাত্রিক করে ।

(৫) মধ্যম লয় থাকে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উদাহরনঃ- ডেকেছ আজি / এসেছি সাজি / হে মোর লীলা / গুরু ৫+৫+৫+২

শীতের রাতে / তোমার সাথে / কী খেলা হবে / শুরু ।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ দুই প্রকারঃ- (ক) আধুনিক বা নব্য মাত্রাবৃত্ত (খ) প্রাচীন বা প্রত্ন মাত্রাবৃত্ত ।

আধুনিক বা নব্য মাত্রাবৃত্ত পাই – মধুসূদন, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ সকল আধুনিক কালের কবিদের অসংখ্য কবিতায়। প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত পাই- বাংলার আদি কাব্য ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’ থেকে ভারতচন্দ্রের কবিতায় , পদাবলি সাহত্যে ও মঙ্গল কাব্যে।

সম্ভাব্য প্রশ্নঃ- (১)মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলতে কি বোঝ ? মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উদাহরণ সহ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো ।

(২)ধ্বনি প্রধান বা সরল কলামাত্রিক ছন্দ বলতে কি বোঝ? উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দাও।

সহায়ক গ্রন্থঃ- (১) বাঙলা ছন্দ-জীবেন্দ্র সিংহরায় ।

(২) বাংলা ছন্দঃ রূপ ও রীতি ।